৮৬

তারিখ ... 30 MAY 1990

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিপি আক্রান্ত ঃ ছাত্রাবাসে ভাঙচুর

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে আরো সহিংসতা
৪ জন ছুরিকাহত ঃ আজ হরতাল

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ২৯শে মে।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত গতকালের সহিংস ঘটনাবলীর জের হিসেবে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। সহিংসতা আরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আহত ছাত্রদের দেখতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপাচার্যসহ কয়েকজন শিক্ষক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। সেখানে চাকসু'র ভিপিসহ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যে কতিপয় নেতা প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন। দু'দিনের ঘটনার প্রতিবাদে চাকসু এবং ছাত্র ঐক্য আগামী বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে আধা বেলা হরতাল আহবান করেছে।

আজ রাতে প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চাকসু ও ঐক্য নেতৃবৃন্দ বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দায়ী করেছে। শিবির আহূত সংবাদ সম্মেলনে দু'দিনের বিভিন্ন ঘটনার জন্যে চাকসু ও ছাত্র ঐক্যকে দায়ী করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের আবাসিক ছাত্ররা প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের কর্মীদের হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ভীতসন্ত্রস্ত বহু ছাত্র হল ত্যাগ করে চলে গেছেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ১নম্বর এবং দু'নম্বর সড়কেও হাঙ্গামা হয়েছে। এ সময়ে ফাঁকা গুলীর শব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে [illegible]। গতকাল রাতে বিভিন্ন হলে বহু কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে এবং ছাত্রদের বইপত্র, নোট ও অন্যান্য জিনিস বিনষ্ট করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে আরো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একদল শিক্ষককে নিয়ে আজ বেলা ১১টার দিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রদের দেখতে এসে একদল ছাত্রের বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় চাকসুর সহ–সভাপতি মোঃ নাজিম উদ্দিন এবং চাকসু হল সংসদ ও ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ একটি মাইক্রোবাসে সেখানে প্রতিপক্ষের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। চাকসু সহ–সভাপতিকে গাড়ী থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারপিট করা হয়। চাকসুর সাহিত্য সম্পাদক জুলফিকার নিউটন, সদস্য তারিকুল হক, আলাউল হল ছাত্র সংসদের সহ–সভাপতি মনসুরুল হক, ঐক্য নেতা মঞ্জুরুল আলম শাহীন ছুরিকাহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগ (হো–অ) সভাপতি হাসান মাহমুদও সশস্ত্র হামলায় আহত হয়েছেন। চাকসুর সহ–সভাপতিকে আহত অবস্থায় ডক্টরস হোস্টেলের একটি কক্ষে এবং অন্য ৩ জন ছাত্র নেতাকে মেডিকেলের একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করেছে।– ছাত্র নেতাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটিরও ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। গাড়ীর চালককেও মারধোর করা হয়েছে।

আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নম্বর গেটেও ৪ জন ছাত্র হামলায় আহত হয়েছেন। গাড়ী থেকে নামিয়ে তাদেরকে প্রহার করা হয়েছে।

ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে চাকসু নেতৃবৃন্দ

চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে আজ রাতে প্রেসক্লাবে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে চাকসুর সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দীন আহমেদ আজ এবং গতকালের বিভিন্ন ঘটনার জন্যে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দায়ী করে বলেছেন, তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন হলে বহু ছাত্রকে জিম্মি করে রেখেছে। জিম্মি ছাত্রদের উদ্ধার এবং বহিরাগতদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়ার জন্যে তিনি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ইসলামী ছাত্র শিবির গত কয়েক মাস ধরে নানা উস্কানিমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। তা সত্ত্বেও চাকসু ও ঐক্য নেতৃবৃন্দ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ক্যাম্পাস থেকে সশস্ত্র বহিরাগতদের গ্রেফতার এবং দু'দিনের নানা ঘটনার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়।

ছাত্র শিবিরের সংবাদ সম্মেলন

ইসলামী ছাত্র শিবির মহানগরী শাখার পক্ষ থেকে আজ রাতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মনসুর আহমেদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ঘটনাসমূহের জন্যে চাকসুর বর্তমান নেতৃত্ব এবং ঐক্য নেতাদের দায়ী করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে শিক্ষক–ছাত্র–প্রশাসনসহ সকলকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানানো হয়।